আলোর ক্যাম্পাসে শহীদ স্মরণে স্মৃতির মিনার

জাতিসত্তা গঠনে ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য একটি মৌলিক প্রভাবক। সেই প্রভাবককে বিবেচনায় নিয়ে দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ইষ্ট ওয়েষ্ট ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই দেশীয় সংস্কৃতির চর্চা করে এসেছে। মহান ভাষা আন্দোলন শুধু ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে তা নয়, বাঙালি জাতির আত্মসত্তা প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরি স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল একুশের এই ভাষা আন্দোলনে। তাই প্রতি বছর যথাযথ মর্যাদায় নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'মহান একুশে' ইষ্ট ওয়েষ্ট ইউনিভার্সিটিতে পালন করা হয়। কিন্তু একটা স্থায়ী শহীদ মিনারের অভাবে একটু অপূর্ণতা থেকে যেত। সে জন্য ইষ্ট ওয়েষ্ট ইউনিভার্সিটি প্রাঙ্গণে মহান ভাষা আন্দোলনের আত্মত্যাগের সঙ্গে আত্মিক সংযোগ তৈরি করে এবং জনমানসে প্রাণস্পন্দন সৃষ্টি করে– এমন একটি শহীদ মিনার তৈরি করা হয়।

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে নবনির্মিত শহীদ মিনার উদ্বোধন করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উপদেষ্টা এবং প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশমুখে এমন একটি শহীদ মিনার গড়ার ইচ্ছা শুরু থেকেই ছিল। দেরিতে হলেও একটা অভিনব নকশার মিনার গড়তে পেরে আমরা সন্তুষ্ট। এর প্রধান উদ্দেশ্য, আমাদের শিক্ষার্থীরা যেন একুশের চেতনাকে ধারণ করতে পারে। তারা যেন দেশপ্রেমের আদর্শে সততার সঙ্গে আগামী জীবন পরিচালিত করতে পারে। পৃথিবীর যেখানেই থাকুক নিজের শিকড় ও কৃষ্টির প্রতি আত্মিক টান অনুভব করতে পারে।

নতুন এই মিনারটির কিছু বিশেষত্ব রয়েছে; যেমন এটি বক্রতার কারণে সারাদিন সূর্যের আলোর দিক, রং ও উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালটি রূপ পরিবর্তন করে। সে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে দর্শনার্থীর মধ্যেও। সকালের সূর্য দেয়াল ভেদ করে প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে পড়লে বাগানের জীবন্ত ফুলগুলোকে স্পন্দিত ও বিচ্ছুরিত করে; যা শিক্ষার্থী ও দর্শনার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় আলোর স্নিগ্ধ স্পর্শ। এভাবেই প্রতিদিনের মতো যাত্রা শুরু করে ইষ্ট ওয়েষ্টের আলোর মিনার।

শহীদ মিনারের স্থপতি অনুপ কুমার বসাক এবং ফয়সল কবীর হিমুন বলেন, ইষ্ট ওয়েষ্ট ইউনিভার্সিটি প্রাঙ্গণে শহীদ মিনার নকশার সময় আমাদের চেষ্টা ছিল, এটি যাতে গতানুগতিক জাতীয় শহীদ মিনারের অনুকরণ না হয়ে যায়। জাতীয় শহীদ মিনারের সে অসাধারণ ওয়ান পয়েন্ট পার্সপেক্টিভ, তা তৈরি করার মতো 'দূরত্ব' বা 'কলেবর' কোনোটাই এখানে ছিল না। প্ল্যানে স্তম্ভটি একটি বক্র দেয়াল; যার চারপাশ থেকে নানা সময়ে, নানাভাবে সূর্যের আলো আপতিত হয়। তৈরি হয় অসংখ্য 'প্রেক্ষাপট' বা 'পার্সপেক্টিভ'। বক্র দেয়ালে তৈরি হয় চিরচেনা বিমূর্ত 'মা ও সন্তানের' প্রতীতি। অন্তরে প্রোথিত বিমূর্ত এই প্রতীকের উপস্থাপন জাতীয় শহীদ মিনারের স্মৃতিকে মনে করায়, কিন্তু সঙ্গে পুরো প্রাঙ্গণটাই সামগ্রিকভাবে একটা নতুন অভিজ্ঞতা দান করে।

ভাস্কর হামিদুর রহমান ও ভাস্কর নভেরা আহমেদের নকশায় জাতীয় শহীদ মিনারটি যখন তৈরি হয়, তখন চারদিক ছিল খোলা, রাজপথটিও ছিল অনেক নিচু। কালের পরিক্রমায় দালানকোঠা ও বাস্তবতার চাপে হারিয়ে গেছে সেই বিশালতা ও শূন্যতার মায়া। তাই এখনও ২১ ফেব্রুয়ারি এলে পেছনে কালো কাপড় দিয়ে তৈরি করতে হয় ব্যাকগ্রাউন্ড বা পটভূমি। অনাগত দিনের এসব অযাচিত ও অপ্রতিরোধ্য চাপ বিবেচনা রেখেই ইষ্ট ওয়েষ্ট ইউনিভার্সিটির শহীদ মিনারটির বক্র দেয়ালটিকে করা হয়েছে সুউচ্চ, যা নিজেই একটি 'দৃশ্যপট' বা 'ব্যাকগ্রাউন্ড'। ৫২ ফুট ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তচাপ হিসেবে মাথা তুলে উঠে গেছে দেয়ালটি। ফুল অর্পণের বেদিটি করা হয়েছে উঁচু। আর অগ্রপরিসরে বা 'ফোরগ্রাউন্ডে' আছে ফুলের বাগান ও প্রসারিত অঙ্গন। বাগানটি নিজে ২১ ফুট ব্যাসার্ধের একটি বৃত্ত। দেয়ালটির রুক্ষ, রক্তিম তল ভাষা আন্দোলনের সেই উত্তাল, বিক্ষুব্ধ সময় ও আত্মত্যাগের প্রতীক, যার ভেতর থেকে অবমুক্ত হয়েছে মাতৃভাষার অধিকার।

ইষ্ট ওয়েষ্ট ইউনিভার্সিটির বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগে অধ্যয়নরত এবং একই সঙ্গে সাংস্কৃতিক ক্লাবের সভাপতি আরাফ হোসাইন বলেন, প্রতি বছর শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সাময়িকভাবে নির্মিত প্রতীকী শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করত। এবার থেকে নবনির্মিত স্থায়ী শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করা যাবে; যা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা সব শিক্ষার্থীর মনে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। একটি সুবিশাল শহীদ মিনার স্থাপনের মাধ্যমে ইষ্ট ওয়েষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় নিঃসন্দেহে একটি দৃষ্টান্ত তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

ইষ্ট ওয়েষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়